গাংনীতে শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী সাহারবাটির লাল্টু গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামী মোখলেছুর রহমান লাল্টুকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব ৬।
গত রোববার রাতে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী বড়বলদিয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পে প্রেস বিফ্রিংএ র্যাব জানায়, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামী চুয়াডাঙ্গার বড়বলদিয়া গ্রামে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর দুপুরে তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করে র্যাব।

গত ১৭ অক্টোবর সাহারবাটি গ্রামের বাঙ্গালপাড়ায় ব্র্যাক স্কুলের নার্সারী পড়ুয়া ৫ বছরের এক কন্যা শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে লাল্টু। এ ঘটনা পরিবারের লোকজন জানতে পারলে নির্যাতিতার মা বাদী হয়ে লাল্টুকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এরপর থেকেই পলাতক ছিল লাল্টু। লাল্টুর গ্রেপ্তার সংবাদে সর্বচ্চ শাস্তি দাবী করেছে এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের উপর হামলায় আটক-২

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন নির্বাচন পরবর্তী পুলিশের উপর হামলা ও গাড়ির ভাঙচুরের মামলায় ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে পুলিশি অভিযানে বকসিপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলো-ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের

ছেলে আব্দুল খালেক(৩৮) ও বকসিপুর গ্রামের ইনাজ মালিথার ছেলে হাশেম মালিথা (৫৫)।

উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইনের উপর অতর্কিত হামলা চালায় নির্বাচিত নৌকার সমর্থনকারীরা। বিগত ২৮ শে নভেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ডাউকি ইউনিয়নে সতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে অংশ নেয় নাজমুল হুসাইন।

এ নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধ সৃষ্টি হয়। গত ১ ডিসেম্বর তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজমুল হুসাইনের উপর হামলা চালায় নৌকার বিজয়ীর সমর্থকরা।এতে গুরুত্বর আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। নাজমুলের উপর হামলার ঘটনায় ডাউকি ইউনিয়ন ও আলমডাঙ্গায় সেচ্ছাসেবকলীগের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে ।

এদিকে, নাজমুলের হামলার পর নৌকার প্রার্থীর সমর্থনকারীরা হাউসপুর হঠাৎ পাড়ায় পূণরায় অবস্থান নেয়। এ খবরে আলমডাঙ্গা থানার ওসি অপারেশন সহ ৪ জন ঘটনাস্থলে পৌছায়। পুলিশকে লখ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ অবস্থায় পুলিশ পিছু হাটলে তাদের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। ইট-পাটকেলের আঘাতে ৪ পুলিশ আহত হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানা ৪৫ জনের নাম উল্লেখসহ ১৫০-২০০জন অজ্ঞাত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় প্রথম দিনে তিন জন আটক করে। ৪ই ডিসেম্বর ২ জনকে আটক করে।

কাঙ্খিত সেবা এখনো মেলেনি ৭নম্বর ওয়ার্ডে (ভিডিও সহ)

প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে যতটুকু নাগরিক সেবা পাওয়ার অধিকার তার অনেকাংশেই মিলছে না। রাজনৈতিক দ্বন্দ, ক্ষমতার পালাবাদল, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়হীনতার কারণেই পৌরসভা কাঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছে না। পৌরসভার এসকল সমস্য ও উন্নয়ন নিয়ে এবারের আয়োজন ৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে।

রে না। তবে এখন সেই ময়লা আবর্জনা আর নেই।

মিয়াপাড়ার নাসির উদ্দিন বলেন, পাড়ার অলিগলির রাস্তাগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাড়ির ব্যবহৃত ও বৃষ্টির পানিতে জলবদ্ধতা হয়ে থাকে। নোংরা দূর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে রাস্তায় চলাচল করতে হয়। ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিনের অভাবে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে। একদিন দুদিন পরপর পৌরসভার গাড়ি এসে ময়লা নিয়ে যায়। ড্রেনগুলো অনেক দেরিতে

পরিষ্কার করে। তবে যেকোন সমস্যা কাউন্সিলরকে অবগত করলে তিনি সাথে সাথেই ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেন।

ফৌজদারী পাড়ার ময়না খাতুন বলেন, এলাকার একাংশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো হলেও আমাদের অংশে রয়েছে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা। দৈনন্দিন ব্যবহৃত ও সামান্য বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পাড়ায় কোনো ডাষ্টবিন না থাকাই স্থানীয়রা যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনায় ফেলে। পাড়ার প্রধান সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। সামান্য বৃষ্টিতে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন রাস্তাটি সংস্কার না করার কারণে বর্তমানে রাস্তাটি মাটির রাস্তায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার লাইটগুলো কোথাও জ্বলে কোথাও জ্বলে না।

তানভির বলেন, পাড়ার ড্রেনগুলোর অবস্থা ভালো না। অনেকদিন ধরে পরিষ্কার করে না। তাছাড়া ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। অনেক দিন বলার পর পরিষ্কার করে। তবে মূলত আমাদের পাড়ার প্রধান সড়কটির নাজেহাল অবস্থা। বৃষ্টির সময় হাটা যায় না। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাস্তার পাশের বাড়িওয়ালাদের ভালো হলেও পাড়ার ভিতরের অবস্থা ভালো না।

স্কুল পাড়ার নাহিদ জানান, তাদের পাড়ার প্রধান সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামত করা হয়নি। চলাচলে পোহাতে হয় চরম ভোগান্তি। নেই ড্রেন, নেই ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা। আমাদের পাড়ার চলাচলের প্রধান সড়কটি ১০ থেকে ১৫ বছর সংস্কার করা হয়নি। রাস্তাটি মাটির রাস্তায় পরিণত হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের জন্য আজ পর্যন্ত কোন ড্রেন নির্মাণ হয়নি।

কিছু সমস্যা থাকলেও রাস্তা ও ড্রেনের উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে।

তবে অচিরেই যতটুকু সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানের প্রক্রিয়াও চলমান বলে জানিয়েছেন ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব।

ওয়ার্ডের উন্নয়ন চিত্র:
ময়ামারি সড়ক নির্মাণ। দিঘিরপাড়া জাহিদের বাড়ি হতে মুসার বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ। শামসুলের বাড়ি হতে ফিরোজের বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ। সবুরের বাড়ি হতে সিরাজুলের বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ। একই এলাকার প্রধান সড়ক হতে মুরাদের বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ। পুলিশ লাইন পাড়ার হোসেনের বাড়ি হতে মিলনের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। নতুন শেখ পাড়ার খোকনের বাড়ি হতে হাপুর বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। মল্লিক পাড়ার বকুলের বাড়ি হতে খোকনের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। শরিফের বাড়ি হতে সামাদের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। তৌহিদুলের বাড়ি হতে মিল্টনের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। মুকুলের বাড়ি হতে নাসিরের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। সেতুর বাড়ি হতে মোস্তফার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। মহাদ্দেসের বাড়ি হতে আলীর বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং নির্মাণ।
শহীদ আরজ সড়ক হালিমের বাড়ি হতে কালাম বিহারীর দোকান পর্যন্ত ড্রেনসহ পাকা সড়ক নির্মাণ। মল্লিক পুকুর হতে সাত্তার দরজীর বাড়ি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ। কাবাতুল্লার বাড়ি হতে কামাল প্রিন্টিং প্রেস পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ। এছাড়াও ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন। বিভিন্ন রাস্তায় সোলার ষ্ট্রিট লাইট স্থাপন। দিঘিরপাড়া এলাকায় ২২টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকা বিগত দিন থেকেই নানান সমস্যায় জর্জরিত ছিলো যা আমি অধিকাংশ সমাধানের চেষ্টা করেছি এখনও যতটুকু সমস্যা আছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জনগণের স্বার্থে ও ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করার কথা ছিল বা ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম তা আমি অনেকেই সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এর মধ্যে এলাকার জনসাধারণের সব অভিযোগও সঠিক নয়। ময়লা আবর্জনা আমরা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার কথা বললেও মানুষ তা কর্ণপাত করে না। যার যেখানে ইচ্ছা ময়লা আবর্জনা ফেলে। অনেকেই ড্রেনেই আবর্জনা ফেলে। এই পৌরসভা আমাদের। আমরা যদি পৌরসভাকে নিজের না ভাবতে পারি তাহলে মেয়র বা কাউন্সিলরের একার পক্ষে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না। আমাদের মেয়র একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ। তিনি পৌরসভাকে পরিচ্ছন্ন

ভাবেই সাজাতে চান। কিছু সমস্যা থাকার কারণেই পৌরসভার অনেক উন্নয়ন ব্যহত হয়েছে। এরপরও কিছু কিছু সমস্যা আছে সেগুলো সমাধানের প্রক্রিয়াও চলমান। আমি আমার এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের যতটুকু সেবা দেয়া সম্ভব তা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী বাচ্চুর ইন্তেকাল

মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা অবঃ কাস্টমস কর্মকর্তা কাজী মোমিনুল ইসলাম (কাজী বাচ্চু) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাহি রাজিউন)। সোমবার সকাল ৯টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মেহেরপুর পৌর শহরের শহীদ গফুর সড়ক এলাকার মৃত কাজী আজিজুল ইসলামের ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আগামীকাল সকাল ১০টার সময় হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

ঝিনাইদহে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’

প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কর্মশালা

ঝিনাইদহে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পইন সফল করতে ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে। সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের সভাপতিত্বে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লবের সভাপতি এম রায়হানসহ সিনিয়র সাংবাদিক বৃন্দ।
কর্মশালায় জানান, আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ৪দিন ব্যাপী জেলার ৬টি উপজেলায় ১হাজার ৮২০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

এতে সেচ্ছাসেবী হিসাবে সহযোগীতা করবেন সরকারি ও বে-সরকারী মিলিয়ে ৪হাজার ২শত ৭৫ জন কর্মী। এখানে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ২৭ হাজার ২০১ জন শিশুকে নীল রংয়ের ক্যাপসুল ও ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ২লাখ ৩৩হাজার ২৮৫ জন শিশুকে লাল রংয়ের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

মুজিবনগরে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেহেরপুর মুক্ত দিবস পালন

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে পালন করা হয়েছে মেহেরপুর মুক্ত দিবস ।সোমবার সকালে মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে, সকাল সাড়ে ১০ টায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলি খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান সহ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ।

পরে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল মুজিবনগর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

আজ ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকহানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয় ঝিনাইদহ। আকাশে ওড়ে লাল সবুজের স্বাধীন পতাকা। মুক্তির মিছিল ছড়িয়ে পড়ে জেলা থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে।

দিবসটি উপলক্ষে সোমবার দুপুরে শহরের কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন আহম্মেদ, মনোয়ার হোসেন মালিতাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে লালন করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে সকলের প্রতি আহŸ◌ান জানান।

হরিনাকুন্ডুর ফলসী ইউনিয়নে প্রার্থী মনোনয়ন পূন:বিবেচনার জন্য সংবাদ সম্মেলন

আসন্ন ৫ম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার ৬নং ফলসী ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন পূন:র্বিবেচনার লক্ষ্যে দলের প্রবীন নেতা ও সাবেক চেয়ারম্যান এ্যাড.বজলুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

রোববার বিকাল চারটায় কুলবাড়িয়া বাজারে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের নেতা এবং দলের হরিনাকুন্ডু উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি, সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড বজলুর রহমান দলীয় প্রধান এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদ সম্মলনে বলেন, গত নির্বাচনে নৌকা বিরোধীদের নানামূখি ষড়যন্ত্র এবং নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে তাকে বর্তমান চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান মাত্র ৩৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী অবস্থানের কারণে এবারের নির্বাচনে ফজলুর রহমান তার দলীয় মনোনয়ন না পাবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নিজ অর্থ ব্যয়ে ভোটের মাঠে লড়তে অক্ষম নিমাই চাঁদ মন্ডলকে ড্যামি প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে নিমাই বাবুর কোন ভোট নেই, প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে তিনি নির্বাচনী এজেন্ট দিতে অক্ষম বলে দাবি করা হয়।

এছাড়া নিমাই বাবু কখনোই নিজেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ইতিপূর্বে ঘোষণা করে নাই। নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে তিনি ঢাকাতে যাননি, দলীয় মনোনয়ন পত্র নিজে কেনেননি,এমনকি তার নামে দাখিলকৃত মনোনয়ন ফরমে তার নিজের স্বাক্ষরের পরিবর্তে নকল স্বাক্ষর যুক্ত করে জমা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কোন চাপের মুখে কিম্বা অজ্ঞাত কোন কারণে তিনি শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ছবি প্রদান করেন ।

সংবাদ সম্মলনে অ্যাড. বজলুর রহমান আরও বলেন, স্বার্থন্বেষী একটি মহল মনোনয়ন বোর্ডকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে জনসমর্থনহীন এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন পেতে সাহায্য করেছে। আওয়ামী লীগের মত একটি গৌরবান্বিত ঐতিহ্যবাহী দলের প্রার্থী জনসমর্থন বিহীন ব্যক্তি

হওয়ায় ইউনিয়নটির হাজার হাজার দলীয় নেতা কর্মী ব্যথিত, মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ। বিষয়টি তদন্ত হওয়ার পাশাপাশি ক্লিন ইমেজের জনপ্রিয় দলীয় ব্যক্তিকে নৌকা প্রতীক বরাদ্দের জন্য দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী, রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, মানোয়ার হোসেন মন্ডল, রাজু আহমেদসহ জেলা পরিষদ সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, কুলবাড়িয়া বাজার কমিটির সভাপতি সাবেক মেম্বর হবিবর রহমান ও সেক্রেটারি কটন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা ছমিরুল ইসলামসহ বিপুল সংখ্যক নেতৃকর্মী। মনোনয়ন পুন:র্বিবেচনা না করলে উপস্থিত নেতা কর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়ার ঘোষণা দেন।

কোটচাঁদপুরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আলোচনা সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ দিবস উপলক্ষে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইমাম-কাজীদের সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“নারী নির্যাতন বন্ধ করি, কমলা রঙের বিশ্ব গড়ি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ শিলা বেগমের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া

আক্তার পিংকি। সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইমাম, কাজী, পুরোহিত, সাংবাদিক সহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ

আজ রবিবার ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পাক হানাদার বাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে গেলে মিত্র বাহিনী, মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী যৌথভাবে ঝিনাইদহ মুক্ত ঘোষণা করে।

পাক হানাদারবাহিনী ঝিনাইদহ ছেড়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হলেও তাদের একটি গ্রুপ শৈলকুপা বাজারে অবস্থান করে। খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সাথে ২৬ ঘন্টা যুদ্ধ চলাকালে ৬০ রাজাকার ও ১৩ পাক আর্মি মারা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তৎকালিন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও মাহবুবুর রহমান গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়।

ঝিনাইদহের মহেশপুর কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও হরিনাকুন্ডু থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকবাহিনী ও তার দোসরা ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে পিছু হটতে শুরু করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকহানাদার বাহিনী গভীর রাতে মহেশপুর ও খালিশপুরের মহাসড়ক ব্রীজ বারোমেসে ব্রীজ, বিষয়খালি ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে ঝিনাইদহ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৬ ডিসেম্বর তৎকালিন মুজিববাহিনীর জোনাল লিডার মরহুম এ্যাডভোকেট আয়ুব হোসেন, আঞ্চলিক কমান্ডার জেডএম ফিরোজ, আব্দুর রহমান সুমন, থানা কমান্ডার আব্দুল হাই, ফয়জুর রহমান চৌধুরী, মকবুল হোসেনসহ জেলার মুক্তি বাহিনী ও মুজিব বাহিনী সদস্যরা জেলা ও থানায় মুহুমুহু গুলিবর্ষন করে আনন্দ উল্লাস করতে করতে থানা ও মহাকুমা সদরে প্রবেশ করে। সেই হিসাবে ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্মরনীয় দিন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে।
এ ব্যাপারে সাবেক ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন জানান, দিবসটি উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সংর্বধনাসহ

দিন ব্যাপি নানান অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।